জীবনী

কাইউম পারভেজ

আমি বাংলাদেশ জন্ম উনিশ্‌শো একাত্তর
ছাব্বিশে মার্চ শুক্রবার লগ্ন প্রথম প্রহর।
আত্মকথা বলতে হলে একটু পিছনে যাই
ভারত তখনো ভাগ হয়নি দেশ ছিলো একটাই।
বৃটিশ শাসন চলছে তখন এক দফা এক দাবী
ভারত ছেড়ে বৃটিশ রাজ কবে স্বদেশ যাবি?

উনিশ্‌শত সাতচল্লিশ আগষ্ট চোদ্দ এলো
ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান, পূব-পশ্চিম হোল
পূর্বে রইলো বাঙালী সব ধর্ম ধর্ম করি
পশ্চিম হোল ধর্মের ভাই শাসকের রূপ ধরি।
ধর্ম দোহাই দিয়ে বাঙালী সত্বা হোল যে খুন
বাংলা ভাষাটি ছিনিয়ে নেবার প্রয়াস হোল দ্বিগুন।

দিনটি ছিলো বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারী
বাঙালী সেদিন প্রাণ দিলো তবু ভাষাকে দিলো না ছাড়ি।
সেদিন থেকেই বুঝলো সবাই ওরা নয়কো ভাই
গোলাম বানিয়ে শোষণ করবে আছে তো ধর্ম দোহাই।
শিক্ষা চাকরী ব্যবসা থেকে সবটাতে বৈষম্য
পাবার বেলায় সব কিছুতে পশ্চিম অগ্রগণ্য।

তিল তিল করে প্রতিটি বাঙালীর বুকে জমা হয় ক্ষোভ
ওদের সাথে গাঁটছড়া হলে বাড়বে কেবলই দুর্ভোগ।
সেই সে ক্ষোভ পড়লো ফেটে উনসত্তুরের শেষে
ছাত্র-জনতার বিপ্লব হোল স্বৈরাচারীর দেশে।

স্বৈরাচার নিপাত গেলো এলো অপর জন
গণভোটের ধূয়ো তুলে থামালো আন্দোলন।
সত্তুরের সেই গণভোটের রায় দেখে সব কাত
বাঙালী এবার শাসক হবে ? ক্ষমতা যায় বেহাত!
নানা রকম ফন্দি-ফিকির বৈঠক আলোচনা
সব অধিকার ফিরিয়ে দিলেও ক্ষমতা ছাড়বে না।

এবার বাঙালী শপথ নিলো হয় বাঁচা নয় মরা
গোটা দেশটাই অচল হোল অসহযোগের দ্বারা।
সেই সে ফাঁদে জড়িয়ে গিয়ে পঁচিশে মার্চ রাত্রে
লেলিয়ে দিলো পাক-সেনাদের বাঙালী বংশ মারতে।
শুরু হোল ধ্বংসযজ্ঞ বেসুমার গণহত্যা
ভাই নয় ওরা পরম শত্রু, জানলো বাঙালী সত্বা।
ঘোষিত হোল বাংলাদেশের কাংখিত স্বাধীনতা
শত্রু নিধনে ঝাঁপিয়ে পড়লো আবালবৃদ্ধবনিতা।

তিরিশ লক্ষ প্রাণ দিতে হোল নয়টি মাস ধরে
শত্রুমুক্ত করলো আমায় - ষোলই ডিসেম্বরে।

জয়দেবপুর, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৮